সংবাদ প্রতিদিন

Print Date 28 Jul, 2022

ইংরেজিতে দখল, দখলে চাকরি

ইংরেজির চাহিদা চিরকালীন। ভাষায় দখল থাকলে কাজের অভাব হবে না। পরামর্শে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির ইংরেজির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর শ্রীদীপ মুখোপাধ্যায়। শুনলেন সুমিতা ভাস্কর

স্কুল শেষ হওয়ার আগেই পড়ুয়ারা এখন ঠিক করে ফেলে পরবর্তীতে তাদের পড়াশোনা চলবে কোন পথ ধরে। কেউ কেউ যেমন শুরু থেকেই ঠিক করে রাখেন ডাক্তারি কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদিকে নিজের শিক্ষার পথ হিসাবে বেছে নেবেন কারণ সেটাই তাঁদের টার্গেট, তেমনই উল্টোদিকে বহু পড়ুয়াই কিন্তু কেরিয়ারের দিশা ঠিক করেন সাধারণ স্ট্রিমে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা শেষ করার পরেই। তবে একটা কথা শুরুতেই বলে রাখা ভাল, কেবলমাত্র স্পেশালাইজড উইংয়ে পড়াশোনা করলে তবেই যে দামি কেরিয়ার তৈরি করা যায় এমন কিন্তু নয়। বিজ্ঞান হোক বা কলা বিভাগ কিংবা বাণিজ্য, সব ক্ষেত্রেই স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করে নিজের পছন্দের কেরিয়ার বেছে নেওয়া যায়। শুধু তা-ই নয়, সাম্মানিক বা সাধারণ স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করেও সামনে কাজের সুযোগ অনেকটাই।

তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতেই হবে, কাজের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় দখল থাকলে সুযোগ যেমন অনেক বেশি খুলে যেতে পারে তেমনই যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তা অনেক বেশি সহজ হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে কিংবা ইলেক্টিভ সাবজেক্ট হিসাবে রেখে যাঁরা পড়াশোনা করবেন তাঁদের কাছে প্রথম এবং প্রধান যে সুযোগ থাকে কাজের ক্ষেত্রে তা নিশ্চিতভাবেই অ্যাকাডেমিক লাইনে নিজের কেরিয়ার এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্কুল কিংবা কলেজে পড়ানোর কাজকেই পেশা হিসাবে বেছে নেওয়া। তার জন্য ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি করে নিতে হবে। প্রশাসনিক স্তরে যাঁরা কাজ করতে চান তাঁদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ইংরেজিতে দখল থাকা এবং পরে কাজের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত বেশি সহায়ক হবে ইংরেজি। অনুবাদক হিসাবে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থায় কাজের সুয়োগও অনেকটাই সহজ করে দেয় ইংরেজি। এর বাইরে বর্তমান সময়ে গ্ল্যামারাস পেশা হিসাবে চিহ্নিত সংবাদমাধ্যমের কাজেও অনেক সাহায্য করে।

তাছাড়া ইংরেজির উপর দখলকে অন্য যে কোনও পেশার ক্ষেত্রে 'সফট স্কিল' হিসাবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ শুধু পেশার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা মান ছাড়াও ইংরেজির উপর দখল প্রার্থীকে চাকরির ক্ষেত্রে একধাক্কায় অনেকটাই এগিয়ে দেয়। তার কারণ বিশ্বের সর্বত্রই অন্যতম সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ভাষা হিসাবে এখনও অনেকটাই বেশি গৃহীত হয় ইংরেজি। ফলে এই ভাষার উপর দখল চাকরির জন্য উন্মুক্ত করবে দ্বার।

তবে একটা কথা এর সঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, সাহিত্য পাঠ এবং ভাষার উপর দখল, দুটো কিন্তু আলাদা বিষয়। বহু ক্ষেত্রেই স্নাতক স্তরে সাহিত্য পাঠে জোর দেওয়া হয়। কিন্তু এর সঙ্গে ভাষাটি শেখার উপর আলাদা করে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

গত দু'দশকে দেশের পড়াশোনার ধরনটা পাল্টে গিয়েছে অনেকটা। বেশ কিছু ওপেন ইউনিভার্সিটি এসে যাওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্র এখন প্রায় সকলের জন্যই উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও যেখানে ছকেবাঁধা পথে হেঁটে কলেজে ভর্তি হওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল এখন কিন্তু তা নয়। এমনকী ভর্তি হওয়ার জন্য ন্যূনতম নম্বর নিয়ে যে শর্ত বেঁধে দেওয়া হয় কলেজগুলিতে, সেই গিঁট কিন্তু মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে নেই। তবে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া সহজ মানেই কিন্তু এটা ভাবা ঠিক নয় যে নির্দিষ্ট সময়ের পরে হাতে এসে যাবে সার্টিফিকেট। এটা ঠিক, ওপেন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার খরচ অন্যান্য কলেজ-ইউনিভর্সিটির থেকে কম। সাধারণ কলেজে অনেক ক্ষেত্রেই যেখানে বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনার খরচ সেমেস্টার পিছু গড়ে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তার খরচ বছরে পাঁচ থেকে আট হাজার। ফলে 'সস্তায়' 'বেশি খাটাখাটনি না করে' ডিগ্রি 'কিনে নেওয়া যাবে' এমন মানসিকতা নিয়ে কেউ যেন পড়তে না আসেন।

দীর্ঘ সময় ধরে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে গিয়ে দেখেছি, আগে এখানে পড়তে আসা অধিকাংশ পড়ুয়াই চাকরি করার ফাঁকে পড়তে আসতেন। কেউ থমকে থাকা শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন, কেউ আবার বাড়তি কিছু বিষয় নিয়ে পড়ার ইচ্ছায় ভর্তি হয়েছেন এখানে। কিন্তু গত বেশ কয়েক বছরে ছবিটা একেবারেই পাল্টে গিয়েছে। এখন বহু পড়ুয়াই গতে বাঁধা কলেজের বদলে ভর্তি হতে চাইছেন ওপেন ইউনিভার্সিটিতে। তাঁদের একটা কথা বলে রাখা দরকার, এখানে ভর্তির ক্ষেত্রে পথটা তেমন জটিল নয় বলেই পড়াশোনাটাও জলের মতোই সহজ এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর শিক্ষা সম্পূর্ণ করে ভাল নম্বর নিয়ে বেরোনোর দায়িত্বটা কিন্তু পুরোপুরি পড়ুয়ার। তাই ভর্তি সহজ বলেই যে পাস করে বেরোনো সহজ, এমনটা মনে করলে বড় ভুল হবে। ভর্তি হওয়ার পর কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করলে নিশ্চিতভাবেই সামনে খুলে যাবে ভবিষ্যতের দরজা।

যোগাযোগ :
০৩৩ ৪০৬৬ ৩২২০